রচনাকাল

১৩৮৩

মীরাকে

প্রথম প্রকাশ :
দীপাবলী ১৩৮৩

প্রকাশক :
পরিমল চক্রবর্তী
'নিরালা'
৭৩৪ পূর্বসিঁথি রোড
কলিকাতা-৭০০০৩০

মুদ্রক :
প্রেস ডিলুক্স
ভাজীপাড়া, হুগলী

রঞ্জিত ফাল্গুন

সূচীপত্র

প্রাণলিপি

জানি না কি আছে ভাগ্যে, শুধু জানি কয়েকটি কবিতা
লিখে যেতে হবে এই উদাসীন ধূসর জীবনে।
বুকের রক্তের মূল্যে এই কথা সত্য বলে জানি
যেহেতু জীবন বৃথা অন্যথায়; দুঃখের সবিতা
হবে সেই স্বপ্নগুচ্ছ,—প্রাণরক্তে লিখিত কবিতা।
আমি জানি, জীবনের চিরন্তন পিপাসার বাণী
কবিতায় মুক্তি খোঁজে, কবিতাকে ধ্রুব বলে মানি
প্রাণমনে আমি তাই। হৃদয়ের সুচেতন ক্ষণে
কবিতার জন্ম হয় কালজয়ী সুতীব্র বেদনে।

জন্ম থেকে জন্মান্তরে হেঁটে এসে এই জন্মে যেন
জীবন সার্থক হ'লো প্রাণদাত্রী কবিতার স্পর্শে,
চেতনার সুগভীর আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি হ'লো, যেন
সব দুঃখ সুখ হলো, সব সুখ দুঃখ হ'লো যেন।

জীবন সার্থক হ'লো প্রাণদাত্রী কবিতার স্পর্শে।

আমার দুঃখের গান

শান্তিলতা, এইবার গূঢ়তম চক্রান্তের সাঁকো
পার হ'তে পারো তুমি; হেমলতা স্মৃতির শিখরে
অনায়াসে তুলে ধরতে পারো, জানি; কোনো অভিযোগ
জানাবোনা তবু, আমি অন্ধকারে ফিরে যাবো একা।

যন্ত্রণার শরবিদ্ধ মানস-বিহঙ্গ অনিকেত
দু'টি মুক্ত ডানা মেলে কেন যে আকাশ পেতে চায়
লোকায়ত অনুভবে! কিছুতেই বুঝি না বুঝি না
স্মৃতির প্রদোষ কেন উন্মত্ত বাজে আর বাজে!

কেন তুমি এসেছিলে ব্যর্থ বুকে বালিয়াড়ি নিয়ে,
চোখে নিয়ে শোকাশ্রুর সম্মিলিত বিপাশা বেদনা?
যৌবনের ঘন কালো অন্ধকার ঠেলে এসেছিলে
কেন তুমি প্রমত্ত এ-অস্তিত্বের ধু-ধু উপকূলে?

আর যদি এসেছিলে, হৃদয়ের হ্রদে ঢেউ তুলে
কেন চলে গেলে দূর হ'তে দূরতর লোকে? আমি
আজ একা শূন্যতার পথে পথে হাঁটি; চারিদিকে
কেমন বিমর্ষ হ'য়ে অলৌকিক দ্যুতিতে উজ্জ্বল!

সইতে পারি না আর এই দৃশ্যাবলী: বিবেকের
দংশনে বিক্ষত আমি ঘাতকের অভিনয় করি
যৌবনের রঙ্গমঞ্চে তবু; তুমি আরো কতোকাল
আমার যাতনা হয়ে দিকে দিকে বিষাদ ছড়াবে?

রঞ্জনা, তোমার দেহ দেহ নয়, অমৃতের সাঁকো
অথবা স্বর্গের সিঁড়ি; আমি রোজ সেই সিঁড়ি বেয়ে
অমরাবতীর দিকে যাত্রা করি। যতো তুমি ঢাকো
দু'হাতে সুন্দর মুখ, মুগ্ধ আমি ততো থাকি চেয়ে।

পৃথিবীতে সব চেয়ে ধ্রুব সত্য যৌবন-যন্ত্রণা
এবং প্রেমের মৃত্যু প্রেমিকের শ্মশান-হৃদয়ে
আকাঙ্ক্ষার হিংস্র লয়ে; কিন্তু দ্যাখো, স্মৃতির মন্ত্রণা
ভোলা তো যায় না তবু বিবেকের অপমৃত ভয়ে।

রঞ্জনা, তোমার চোখে অতীতের কতো স্বপ্নরেখা
প্রতীকের মতো স্পষ্ট জ্বলে উঠে ফের নিভে যায়;
নিবিড় স্বপ্নের ক্ষণে আমি তবু হাঁটি একা একা
বেদনার অনুষঙ্গে চেতনার দূর মোহনায়।

অর্থহীন সব কিছু অপরূপ ব্যঞ্জনার মতো
অর্থময় হয়ে ওঠে তোমার লজ্জিত দেহস্পর্শে
যখন তোমাকে ছুঁই; অথচ আমিও অবিরত
ঈশ্বরীত হ'তে চাই যৌবনের অন্তিম নিমেষে।

রঞ্জনা, তোমার মুখে স্নিগ্ধ আলো শান্ত পূর্ণিমার
খুঁজে পাই প্রতিক্ষণ; এত সব দিনরাত্রি ব্যেপে
তবুও দুঃখিত থাকি কেন আমি? তীক্ষ্ণ যন্ত্রণার
ঢেউয়ে ঢেউয়ে তবু এই দেহমন কেন ওঠে কেঁপে?

ধুলোমাটি

ধুলোয় ধুলোয় সব একাকার।
হৃদয়ের প্রথম প্রহর
বুঝি তাই জল চায়;
জল নেই, জল নেই
মেঘনায় যমুনায়—
জল নেই, জল নেই
পৃথিবীর আঙিনায়।

তবুও মাটির স্পর্শে ধন্য হয়
মানবিক সুচির প্রহর।
লক্ষ কোটি শতাব্দীর কামনার ফেনিল মত্ততা
প্রাথমিক প্রত্যয়ের অন্ধ ঘোর;
আর নামে চেতনার চারিদিকে
সুনিবিড় স্বপ্নগুলো, আর স্মৃতিগুলো।

তাই দেখে মন-প্রাণ মুগ্ধ হয়,
মুগ্ধ হয়।

তারপরেও অনেকক্ষণ তোমার স্মৃতি আমাকে
ঘিরে থাকলো····ছায়ার মতো····মায়ার মতো।
আমি ভয়ে ভয়ে পা বাড়ালাম হৃদয়ের
সবুজ প্রান্তরের ওপর দিয়ে পায়ে-হাঁটা
সেই পথে, যে-পথটা থেকে থেকে এঁকে বেঁকে
মনের অরণ্যে এসে হারিয়ে গিয়েছে॥

কান্নার যে-খেইটা আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম
একেবারে কৈশোরের প্রান্তিক প্রহরে,
সে-খেইটা আবার ফিরে পেলাম যৌবনের
ত্রি-সীমায় পৌঁছেই; অথচ, আশ্চর্য, তার স্বরূপ
বদলে গেলো ঋতু-বদলের মতো। তবু, তবু
শেষ বিস্মরণের আগে, তোমার কথাই
আবার মনে পড়লো····মনে পড়লো একবার···
বারবার····বহুবার···· ····॥

তখন আমি একা একা স্বপ্ন-তোরণে দাঁড়িয়ে॥

মেঘ, তবু মেঘ নয়

মেঘ, তবু মেঘ নয়। হৃদয়ের শান্তিনিকেতনে
কতোবার সেই স্মৃতি মেঘের নূপুরধ্বনি হয়ে
ভেসে এসে দেহমন কাঁপিয়েছে। শ্রান্ত চেতনার
উপকূলে কতোবার করে গেছে স্নেহের প্রহার
দুরগন্ধা সেই স্মৃতি! তবু আমি দুঃখের বলয়ে
বন্দী হয়ে আছি আজো যৌবনের মুগ্ধ উপবনে।

মনপবনের নৌকো এখন বাই না আমি আর
সেই দুঃখে; আবেগের মোহনায় ভুলেও যাই না
বাসনার স্রোতে ভেসে। হায়রে, আমার রাত্রিদিন
কী করে কাটাবো বলো! কাকে নিয়ে এই বেদনার
সপ্তসিন্ধু পাড়ি দেবো! যাকে আমি কোথাও পাই না
কী করে শোধাবো বলো আমি তার হৃদয়ের ঋণ!

মেঘ, তবু মেঘ নয়। বিরহের আর্ত পদাবলী
গেয়ে গেয়ে আজো তাই ধুলোরাঙা পথে-পথে চলি।

মন্ত্র

কিছু নেই সংগোপন, সংগোপনে কিছুই থাকেনা
এই আর্ত্ত পৃথিবীতে, আমি জানি ; অথচ আর্ত্তির
নিবিড় বিষণ্ণ ছবি অনুক্ষণ মনের মুকুরে
ছায়া হয়, রোদ হয় ; সুনির্মল যন্ত্রণার হেনা
মনের বাগানে ফোটে, ফের ঝ'রে যায়। কী-অস্থির
ঢেউ জাগে, ঢেউ ভাঙে, এলোমেলো স্মৃতির পুকুরে !

এবং আশ্চর্য আরো : এ-ছলনা সত্ত্বেও প্রত্যেকে
বেঁচে আছি ব্যর্থ প্রেমে হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষাকে ঢেকে !

এই যদি ভবিতব্য, তাহ'লে বিষাদ – হে আমার
প্রাথমিক অস্তিত্বের গর্ভিনী বিষাদ, মেতে ওঠো
এইবার জন্মদানে কোটি কোটি হিংস্র বিষাদের ;
জাগাও বিহ্বল ক্ষুধা অন্ধকার, মগ্ন স্বপ্নে যার
লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে যায় আরণ্যক আদি নিষাদের।

ফোটো ফোটো, হে বিষাদ, গুচ্ছ-গুচ্ছ পুষ্প হয়ে ফোটো।

একটি প্রত্যয়

রাত্রির আকাঙ্ক্ষা যেন সুগহন অরণ্যের প্রাণী।
অথচ আমিও জানি
প্রত্যয়ের শেষ সত্য নয়
ঘৃণা গ্লানি কান্না কাম কিংবা অবক্ষয়।

তবু দেখি ক্রোধ পোড়ে, হিংসা টানে
অনুক্ষণ পেছনের দিকে—
যদিও আর্তির স্বর ভেসে এসে স্মৃতির উজানে
প্রেমের অমূল্য মূল্য খুঁজে পায় নতুন নিরিখে

হয়তো জীবন তাই আজো বহমান
আনন্দ ও বেদনার সুরে;
আর সে-ইচ্ছার শিল্পী আঁকে অফুরাণ,
অফুরাণ ছবি আঁকে মনের মুকুরে।····

অর্পিত হৃদয়

আমার হৃদয় আজ অর্পিত হয়েছে
অন্ধকার তোমার চিন্তায় ;
কত স্বপ্ন চেতনার গোপনে রয়েছে
শতাব্দীর অমেয় ব্যথায় !

পদাবলী মুছে গেছে ; হারানো অতীত
কুহু আর কেকারব নিয়ে
আর তো আসে না। তবু যৌবনের গীত
রক্ষা করি আবেগ রাঙিয়ে।

লক্ষ যুগ-যুগান্তের কামনা বাসনা
আমার হৃদয়ে একাকার
হয়ে বাঁচে ; আর সেই মধুর যন্ত্রণা
অনুভবে অক্ষত, অপার। .... ..

যে-পথে স্মৃতিরা আসে

যে-পথে স্মৃতিরা আসে সে-পথ নির্জন।
সেই পথে কেউ নেই আর
ফিরে তাকাবার!
মধ্যাহ্নের স্বপ্ন তাই সুনিবিড় এখানে এমন।

যে-পথে স্মৃতিরা আসে সে-পথ ধূসর।
সেই পথে বেদনার মানে
নেই কোনোখানে ;
এখানে অবাক হয়ে থেমে যায় সময়ের স্বর।

যে-পথে স্মৃতিরা আসে সে-পথ করুণ।
সেই পথে রক্তের অন্বয়
আনে কতো ভয়!
নিঃসঙ্গ হৃদয়ে তাই দিনরাত বিঁধে হারপুন।

যে-পথে স্মৃতিরা আসে সে-পথ করুণ.
যে-পথে স্মৃতিরা আসে সে-পথ ধূসর।
যে-পথে স্মৃতিরা আসে সে-পথ নির্জন।

সময়, নদীর স্রোত ও যৌবন

জীবনের বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে মনে হ'লো :
সময়, নদীর স্রোত ও যৌবন
যেন একই মায়ের তিনটি সন্তান,
সমান চঞ্চল।

তবু সময় ও যৌবন
নদীর স্রোতের থেকে একটু ভিন্ন, একটু স্বতন্ত্র—
কারণ নদীর স্রোতের কাছে যা নেই,
সময়ের কাছে তা আছে ;
এবং যৌবনের কাছেও।

নদীর স্রোত শুধুই খেলা করে
অনন্ত প্রহর ধরে।

অর্থহীন, নেহাৎই অর্থহীন তার সেই খেলা।

আর সময় ?
আর যৌবন ?

জীবনের সুগভীর অর্থ আছে
সময় ও যৌবনের কাছে।

ভালোবাসার কবিতা

তোমার গভীর দু'চোখে ভয়ের আলো
মিটিমিটি কাঁপে, যেন সন্ধ্যার তারা—
আমার হৃদয়ে লেগেছে সে-আলো ভালো ;
যদিও বাউল মন কেঁদে কেঁদে সারা !

যদিও তোমাকে বোঝাতেও পারি নাকো
অশান্ত এই চেতনার হাহাকার ;
তবু ভাবি : তুমি যেখানেই থেকে থাকো
শুনবেই এই প্রাণের অঙ্গীকার।

এখনো আমার দু'চোখে অশ্রুধারা
তোমার স্মরণে ঝরঝর শুধু ঝরে ;
উদাস হৃদয় নির্বাক, দিশাহারা—
তোমাকেই শুধু, তোমাকেই খুঁজে মরে।

কোথায় রয়েছো, কোথায় রয়েছো তুমি ?
সাড়া দাও, আহা, এবার করুণা করো ;
বাসন্তী রাতে হৃদয়ের বনভূমি
স্বপ্নের নীল ফুলে-ফুলে শুধু ভরো।

দুঃখ

সকালবেলার সূর্য বিকেলবেলায় ডুবে গেলে
বড়ো দুঃখ পাই মনে; নিয়তির অমোঘ প্রভাবে
সব কিছু ঝরে যায়, জানি, তবু সকালবেলার
সূর্য বিকেলবেলায় ডুবে গেলে বড়ো দুঃখ পাই।

আমাদের জীবনের আঁকাবাঁকা পথের দু'ধারে
কতো ইচ্ছা, কতো স্বপ্ন মিশে থাকে! কতো বেদনায়
বিগত দিনের স্মৃতি খুঁজে পাই স্মৃতির কৌটোয়!
কতো আশা-আকাঙ্ক্ষার স্বপ্নসাধ মনে মনে পুষি!

আমি রোজ দুঃখ পাই, কিন্তু তবু কখনো কাঁদি না;
আকাশ-নক্ষত্র-নদী, অন্তহীন সুদূরের সুর
আমাকে নিরন্ত ডাকে; সুদূরের সেই আহ্বানে
যতো আমি সাড়া দেই, ততো ডুবি দুঃখের অতলে।

অথচ আমিও মানি দুঃখ শুধু ক্ষণিকের মায়া
বিধাতার এক হাতে সুখ দোলে, দুঃখ অন্য হাতে;
চিরদিন চিররাত আমাদের সত্তার গভীরে
দুঃখের প্রদীপ জ্বলে অন্ধকারে, উজ্জ্বল শিখায়।

অস্পষ্ট

না, তাকে আর পড়ে না মনে।
হাওয়ার হাহাকারে
কেবল দূর স্মৃতির কুঁড়ি মনের বনে-বনে
ফোটায় ফুল লক্ষ কোটি এখনো বারেবারে।

না, সে আর মোটেও স্পষ্ট নয়
আমার ভীরু প্রাণের কাছে;
হয়তো তাই হারানো ভয়
বুকের মাঝে এখনো লুকিয়ে আছে।

প্রতিন্যাস

স্মৃতির দর্পণ হ'তে স্মৃতিকে সরিয়ে নাও তুমি।
চেয়ে ভাখো, কী-বিপুল যন্ত্রণায় চেতনার নীল বনভূমি
আজ তোলপাড়
হ'তেছে আমার!

হৃদয় বিবিক্ত আজ। অথচ প্রাণের স্থির দামে
স্বপ্ন যেন সন্তাপের মতো—
যদিও শরীরে সেই মমতা প্রদীপ্ত অবিরত
প্রত্যয়ের প্রতিজ্ঞাসে, যৌবনের দাবানলে, কামে....

আশ্বিনের চিঠি

অমলা, আবার আমি কবিতা লিখছি দক্ষিণের
বারান্দার ধারে বসে। আশ্বিনের সোনালী রোদ্দুর
কী-আশ্চর্য স্নেহভরে আমার প্রশান্ত চোখে মুখে
স্বপ্নের জড়োয়া ছবি এঁকে দিচ্ছে! এক আবেগের
প্রাণের সুদূরপ্রান্ত স্পর্শকারী লোকায়ত সুর
মন্দাক্রান্তা ছন্দে-ছন্দে বেজে যাচ্ছে এই সান্দ্র বুকে।

অমলা, এখন তুমি কোন্‌খানে আছো? কী করছো?
(কার সাথে গল্প করে মন্থর দুপুর কেটে যায়
এখন তোমার?) রাত্রে, যখন তারার ফুলে-ফুলে
নীলাকাশ ভরে যায়, তখন কি চেতনার কূলে
এখনো আমার স্মৃতি ঢেউ হয়ে ভেসে আসে? হায়,
আজো কী আগের মতো আমার কবিতা তুমি পড়ছো!

অমলা, হৃদয়ে জ্বেলে অতীতের ম্লান রোশনাই
এখনো তোমার স্মৃতি পিছু ডাকে, যতোদূর যাই।

বিশাখা সান্যাল, স্মৃতি

বিশাখা সান্যাল, তুমি আর কি কখনো আসবে না
আমার এ ছোটো ঘরে, কবিতার বই হাতে নিয়ে ?
আমি তো এখনো রোজ বারান্দার জানালার পাশে
বসে-বসে গান লিখি, ছবি আঁকি ; হয়তো কখনো
গল্প কিংবা নাটকের প্লট ভাবি। সেই রাস্তা দিয়ে
আজো কতো লোক হেঁটে যায়, যে-রাস্তার বুকে হেনা-
বকুল-মালতী-যূঁই ঝ'রে পড়তো রাশি-রাশি,—আসে
দখিনা মাতাল হাওয়া, কেঁপে ওঠে স্মৃতির নির্জন-ও।

বিশাখা সান্যাল, তুমি সেই সব দিবসরাত্রির
শেষতম স্মৃতিকেও ভুলে গেছো ; না হ'লে এমন
নিবিড় রাত্রির লগ্নে ভুলে গিয়ে এই পৃথিবীর
সব কিছু, কেন আর মমতায় ছোঁও না এ মন !

বিশাখা সান্যাল, আমি আজো সেই চিরপুরাতন
পৃথিবীতে বেঁচে আছি, বুকে নিয়ে ঝড়ের মাতন।

স্বগতোক্তি : যন্ত্রণার দায়ে

কী হবে তাহলে বেঁচে ? শোক-তাপ-কাম-দাবানলে
ক্ষয়ে-ক্ষয়ে পুড়ে-পুড়ে কি হবে এভাবে বেঁচে থেকে,
হে আমার চৈতন্যের ধ্যানমগ্ন শিল্পী ? তুমি বলো,
কী হবে এভাবে আত্ম-অবক্ষয়ে—পলে-অনুপলে ?

আমিতো সুস্পষ্ট দেখছি যৌবনের একাঙ্ক নাটকে
বিষাদান্ত পরিণতি অনিবার্য ; শেষ পরিচ্ছেদে
কামনা-বেদনা-প্রেম সবকিছু একাকার হয়ে
স্নায়ুতে-স্নায়ুতে জ্বালে অলৌকিক এক দাবানল ।

অথচ প্রকৃতি ডাকে এ-সমস্ত সত্ত্বেও আমাকে
এই বিংশ শতকেও, যখন মানুষ আত্মঘাতী
হিংস্রতায় মত্ত হয়ে ঐতিহ্যের পুণ্য দায়ভাগ
কলঙ্কিত ক'রে ক'রে বিনষ্টির সীমায় এসেছে ।

এবং আশ্চর্য আরো : প্রবৃত্তির অনিঃশেষ দাবী
স্বীকার ক'রে যে আজও কতোবার যুবরাজ সেজে
জীবনের রঙ্গমঞ্চে ঘাতকের অভিনয়ে আমি
প্রেমের দ্যোতক হচ্ছি অপ্রেমের গাঢ় অন্ধকারে !

ঘরে ফেরার আহ্বান : ঝড়ের আগে

ওগো তোমরা ঘরে ফেরো কে কোথায় রয়েছো এখনো।
আঁধার ঘনিয়ে এলো, এইবার উঠবে বুঝি ঝড় ;
চতুর্দিক এলোমেলো, আমার যে করছে বড়ো ভয়—
ওগো, তোমরা কে কোথায়, এইবার ঘরে ফিরে এসো।

পশ্চিম দিগন্তে ভাখো কী-ভীষণ রক্তের উৎসার !
থেকে-থেকে কেঁপে উঠছে একসার দীর্ঘ দেবদারু ;
একটি নিঃসঙ্গ চিল গেয়ে উঠলো শোকার্ত সঙ্গীত
সঙ্গিনীকে লক্ষ্য করে ; শান্ত জলে জাগলো মস্ত ঢেউ।

দেখতে-দেখতে আবছায়া হয়ে এলো তাল সুপুরীর
গাছগুলো ; নেমে এলো কোন্ দূর মেঘের ওপার
হতে গাঢ় অন্ধকার পৃথিবীর মুখের ওপর,
বাঁশ বনে মর্মরিত আর্তনাদ উন্মাদ হাওয়ায়।

কে কোথায় রয়েছো গো, একবার ঘরের দাওয়ায়
ফিরে এসো ; আমি আর একাএকা থাকতে পারছি না যে—
বড়ো ভয় চতুর্দিকে, বড়ো ভয়ে আচ্ছন্ন চেতনা ;
ওগো, তোমরা কে কোথায়, এইবার ফিরে এসো ঘরে।

সান্ধ্যচিত্র

সেই কখন থেকে থেকে-থেকে
রঙ পাল্টাচ্ছে সন্ধ্যার আকাশ ;
কখনো লাল, কখনো শাদা,
আবার কখনো বা অস্পষ্ট ধূসর
হাল্‌কা মেঘের ভেলা
ভেসে যাচ্ছে আমার চোখের সামনে দিয়ে।
অনেকক্ষণ ধরে আমি দেখছি
তাকিয়ে-তাকিয়ে
রঙ বেরঙের পাখিগুলো
অসীম আকাশে সাঁতার কেটে-কেটে
ফিরে আসছে
রাত্রির আশ্রয়ে, তাদের আপন আপন নীড়ে ;
এদিকে ওদিকে একটি দু'টি করে
বাতি জ্বলে উঠছে
গ্রাম গ্রামান্তরে ঘরে-ঘরে ;
সকলেই ফিরে আসছে যার যার বাড়ী।
আর ঝোঁপে জঙ্গলে প্রসন্ন জোনাকিগুলো
টিপ্ টিপ্ টিপ্ টিপ্ টিপ্ টিপ্
জ্বলছেই জ্বলছেই শুধু ;
আর চারিদিকে ঘনাচ্ছে আসন্ন রাত্রির গাঢ় অন্ধকার।

বাঙ্‌লা আমায় ডাক দিয়েছে

আমি যাবোই। বাঙ্‌লা আমায় ডাক দিয়েছে।
আমি যাবোই॥

পথ-ঘাট-মাঠ সব পেরিয়ে,
পাহাড় সাগর সব ডিঙিয়ে,
আমি যাবোই, আমি যাবোই।
বাঙ্‌লা দেশের আকাশ বাতাস
আমার প্রাণে ঝড় তুলেছে—
আমার বাউল উদাস হৃদয়
তাই বুঝি আজ সব ভুলেছে .... সব ভুলেছে ....
আমি যাবোই, আমি যাবোই।

বাঙ্‌লা দেশের ঝিঙে দোয়েল,
ধানের খেতের শ্যামল ছবি,
বাঙ্‌লা দেশের মা-হারানো রাখাল ছেলে,
দস্যি ছেলে, দামাল ছেলে
সবাই বুঝি খুঁজছে আমায়, খুঁজছে আমায় ব্যাকুল হয়ে;
আমি যাবোই, আমি যাবোই।

আমি যাবোই। বাঙ্‌লা আমায় ডাক দিয়েছে।
আমি যাবোই॥

ভৈরবী

যন্ত্রণার শ্রাবণেও বৃষ্টি নেই মনের আকাশে।
কেবল মেঘের লীলা .... মেঘ আর মেঘ .... ভাসমান ;
অনাদিকালের স্রোতে যেন এক মৃতবৎসা নারী

আমাকেও ডেকেছিলো কবে ; বলেছিলো ঃ দাও, ঝাঁপ
দাও প্রেমের অগাধ জলে ; অথচ তখন আমি
উত্তীর্ণ যৌবন প্রায়।   অতএব ইচ্ছার তূণীরে

বিদ্ধই হয়েছি শুধু ; আর অন্যমনে মৃত্যু, স্মৃতি
ও জন্মের বেদনার অনুধ্যানে নিমগ্ন হয়েছি ;
এবং দুঃখের মরু পাড়ি দিয়ে দুঃখেই পৌঁচেছি।

অথচ দুরন্ত মনে মৃতসাধ জেগে উঠেছিলো
নিঃসঙ্গ লগ্নের জন্য ; বুঝি এই মন চেয়েছিলো
যৌবনের অন্ধকারে খুঁজে পেতে বিস্মৃত ভৈরবী।

বাগানের ফুলগুলি ঝ'রে গেলো

বাগানের ফুলগুলি ঝ'রে গেলো। নিষ্পাপ, অম্লান
ফুলগুলি, একদিন যারা শুভ্র স্তবকে-স্তবকে
ফুটেছিলো আলো ক'রে জীবনের সুন্দর উদ্যান।

অন্ধকারে চোখ মেলে যে-ফুলেরা আকুল তৃষ্ণায়
'আলো দাও, আলো দাও' ব'লে তীব্র কেঁদে উঠেছিলো,
ঝ'রে গেলো সে-ফুলেরা, কোনো আলো পেলো না তো হায়!

চতুর্দিকে এতো কান্না, জীবনের এতো অপচয়!
কার জন্য ঘর বাঁধি, কার জন্য ঘর বাঁধো তুমি?
মরণের অন্ধকারে ছাখো আজ জন্মের বিলয়।

এ-কথা যখনি ভাবি, সারা দেহ সারা মন কাঁপে
তীব্র এক যন্ত্রণায়; বলো বন্ধু, তুমি বলে দাও
বাগানের ফুলগুলি ঝ'রে গেলো কার অভিশাপে।

প্রেমিকার প্রতি

এখন কোথায় আছো, কোথায় রয়েছো আজ তুমি ?
আমি তো হৃদয়ে নিয়ে ধূ-ধু মরুভূমি
আজো বেঁচে আছি,
তোমার স্মৃতিকে নিয়ে আমার স্বপ্নের কাছাকাছি।

কোথাও সান্ত্বনা নেই তুমি-হীন জীবনে আমার।
অথচ তোমাকে দেখি তীব্র কামনার
তরী বেয়ে এসে
আমাকে উন্মাদ করো পিপাসায়, কেমন অক্লেশে !

সমস্তই অনায়াসে পারো তুমি, যেমন ঈশ্বর
সহজে সাজিয়ে নিয়ে স্বরচিত ঘর,
বিপুলা বসুধা
ব্যথায় আপ্লুত করে, বিদূরিত করেন সে-ক্ষুধা।

তাইতো তোমাকে আমি স্বপ্নে দেখি, দেখি নিরন্তর ;
সুন্দর শরীরে নিয়ে যৌবনের ঝড়
কী-আশ্চর্য তুমি—
আমাকে করেছো স্পর্শ চোখে নিয়ে অশ্রুর মৌসুমী।

বৈশাখী-মল্লার

১.

সকাল বিকেল এক রুদ্র মিতালিতে বাঁধা আছে ;
আর আছে
মাঝখানে দাহদগ্ধ আচ্ছন্ন দুপুর,
সমর্পিত বুকে নিয়ে বৈশাখের পরিচিত সুর।

বৈশাখের সেই চেনা সুরটিই আমি এই ক্লান্ত প্রাণে
ফিরে পেতে চাই ;
সেই ভীরু সুরটিকে ভালোবাসি, ভালোবাসি, আমি বড়ো
বেশী ভালোবাসি ;
যেহেতু এখনো আমি সে-সুরের মমতায় নিজেকে হারাই,
আবার নিজেকে নিজে খুঁজে পাই, কাঁদি, ফের হাসি।

২.

যখন পাতারা ঝরে এদিকে-ওদিকে
আয়ুভ্রষ্ট মানুষের মতো,
একটি সুদূরস্বপ্ন অতলান্ত দুঃখের ক্রামকে
হৃদয়ের অন্ধকারে জাগে অবিরত।

বেশ লাগে বৈশাখের রূপকল্পে নিজেকে হারাতে
একে-একে মুছে ফেলে জাগতিক সমস্ত বন্ধন ;
যদিও সমগ্র সত্তা কেঁপে ওঠে তীব্র বেদনাতে,
বৈশাখের প্রেমে তবু হৃদয় উন্মন।

সম্রাট

বরং সাম্রাজ্য গড়ো আকাঙ্ক্ষার আর্ত পৃথিবীকে
জয় করে, হে আমার যৌবনের অনন্ত সম্রাট ;
দেখো, তাতে শান্তি পাবে ; চৈতন্যের বিশাল কপাট
খুলে দিয়ে অদ্বিতীয় কোনো সান্দ্র প্রাণের ছোঁয়ায়,
দেখবে প্রথিত আলো তোমাকে রাঙাবে ; দিকে-দিকে
কাঁপবে বাসনা আর বেদনারা মগ্ন ধ্রুবতায়।

দেখো, তুমি তৃপ্ত হবে অতুলন স্বপ্নের বিস্তায়
দুঃখমগ্ন তিমিরেও ; সব জ্বালা, সব তীব্র দাহ
মুছে দিয়ে বেদনার আনন্দের ম্লান শুভ্রতায়
প্রাণের অনতিদূরে বয়ে যাবে স্বপ্নের প্রবাহ।

আশ্বিনের দিনলিপি

এখনো তোমার কথা থেকে-থেকে শুধু মনে পড়ে
আশ্বিনের মেদুর প্রহরে।
তোমার মুখের ছবি হারানো দিনের ম্লান স্বপ্নের মতন—
সেই ছবি দেখে রোজ অন্ধকারে কেঁদে ওঠে মন।

আমি তাই সব স্বপ্ন মুছে ফেলি ; সব স্বপ্ন ভুলে
অস্পষ্ট ধূসর পথে একা একা হাঁটি আর হাঁটি ;
গেরুবাজ আশ্বিনের শোকাবহ বাসনার ফুলে
ঢেকে যায় দু'পায়ের তলায় নরম ভেজা মাটি।

লজ্জা

'লজ্জা করোনা, লজ্জা করোনা'
আমি তো বারবার তাকে একথা বলেছি ;
কিন্তু সে কি একবারও আমার কথা রেখেছে ?
না, রাখেনি ;
সে কোনোদিনও আমার কোনো কথাই রাখেনি।
কিন্তু সেজন্য আমার দুঃখ ছিলোনা
কিংবা বিষাদ,
যদিও একটা অনির্দিষ্ট বেদনায়
সমস্ত অস্তিত্ব মথিত হচ্ছিলো সারাক্ষণ
কিন্তু তবু তাকে আমি
মুখ খুলে কোনো কথা বলিনি—
না, তাকে আমি কোনো কথাই বলতে পারিনি,
বলবো বলবো করেও
তাকে আমার কোনো কথাই বলা হয়ে ওঠেনি ;
সেজন্য দুঃখ নেই, কিংবা বিষাদ ;
কিন্তু দ্যাখো, এই প্রাণমাতানো রাত্রি, অস্থির সন্ধ্যা,
শান্ত ভোর, ক্লান্ত দুপুর, শীত, গ্রীষ্ম, বৈশাখের ঝড়,
ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি
কেমন গভীর স্বরে তার কথাই শুনিয়ে যায়,
যাকে আমি বারবার বলেছি
'লজ্জা করোনা, লজ্জা করোনা'।

আবেদন

নিঃসঙ্গ যৌবন প্রান্তে একবার থেমে যাও, থেমে যাও,
হে আমার পথভোলা বাউল পথিক ;
আমি যে ভিখারী আজ, প্রেমের ভিখারী আমি আজ।
অনেক পাহাড় নদী সমুদ্রের ক্যাপাটে ইচ্ছারা
আমার বুকের মধ্যে তোলপাড় হচ্ছে অহর্নিশ।
দূষিত রক্তের গন্ধ, আকাঙ্খার মতো কালো
গাঢ় অন্ধকার আমার ঘিরেছে চতুর্দিক ;
দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন, নিভে আসছে
দু'চোখের দর্পণের আলো ; না সুখ, না দুঃখ,
তাতে আর প্রতিফলিত হচ্ছে ; বাসনার এক ফালি
রঙীন আকাশ, সে-ও যেন হঠাৎ কখন
ঢেকে গেছে হতাশার পুঞ্জ-পুঞ্জ গাঢ় কালো মেঘে ;
এমন কি হৃদয়ের হৃদটিও নড়ছে না, টলছে না
সামান্য হাওয়াতে ; আমি গুমোট দুঃখের
দ্বীপে বন্দী আছি একা। বলতো, এখন
কোন্ দেশে যাই, আমি কী-করি, কী-করি !

ভালোবাসার ভিখারী হয়ে তাইতো বলছি :
নিঃসঙ্গ যৌবনপ্রান্তে একবার থেমে যাও, থেমে যাও,
হে আমার পথভোলা বাউল পথিক।

ভবিতব্য

দৃশ্যপট মুছে যাবে। হৃদয়ের অনুবর্তনের
সব সংজ্ঞা বারবার ভুল বলে প্রমাণিত হবে ;
স্নিগ্ধ আলো ডুবে যাবে যৌবনের গাঢ় অন্ধকারে—
এবং হয়তো আরো কতো কিছু…। আদিম উৎসবে
তবুও নাচ'তে হবে একা একা অন্ধ আবেগের
নির্বাক সংহত ছবি ; (অশ্রুর নদীর পরপারে।)

যন্ত্রণার শিখা জ্বলবে উদয়াস্ত ; আশা নিরাশার
বিচিত্রিত ঊর্মিমালা অনুভবে তোলপাড় হবে।
দু'চোখে গভীর তৃষ্ণা ; চেতনার নিরুদ্ধ প্রণবে
শোক-দুঃখ-ঘৃণা-ভয় সব কিছু হবে একাকার।

অযুত প্রহর ভরা মালা গাঁথা হবে, শেষ হবে
একদিন ; পলাশের সম্পন্ন মর্মর ধীরে ধীরে
লুপ্ত হবে প্রশান্তির প্রগাঢ় ছায়ায় ; মন ফিরে
পাবে স্নেহ, ভালোবাসা, অন্তরের অমেয় বৈভবে।....

নায়ক

এপাশে ওপাশে দুঃখ। দুঃখ যেন চতুর্দিক ব্যেপে
আমাকে রেখেছে ঘিরে ; আমি এই বিংশ শতকের
সুতীব্র গরল পান করেছি নিঃশব্দে আজীবন।
দেখেছি জঘন্য লোভ ভয়ঙ্কর লোভীর দু'চোখে
ফণীর মণির মতো জ্বলে ওঠে ; বেদনার্ত মন
উন্মাদ অস্থির হয়ে ছোটে তাই স্নিগ্ধ আলোকের
দিকে, অথচ কোথাও আলো নেই ; সুবিপুল শোকে
এই মন কাঁদে তাই, এই দেহ তাই ওঠে কেঁপে।

তবু আমি আলো খুঁজি নিরন্তর প্রাণের সান্ত্বনা—
(যেমন কবিরা খোঁজে প্রকৃতির হৃদয়ের কাছে ;)
যদিও কোথাও নেই মানবিক আলোর জ্যোৎস্না,
যদিও এ-শতাব্দীতে মানুষেরা নিরর্থক বাঁচে।

বুঝিনা নিষ্পাপ বুকে কেন বিঁধে বিষাক্ত শায়ক !

আত্মদ্বন্দ্বে বিচলিত আমি এই যুগের নায়ক।

সুদূর প্রয়াণ

বিঁধেছে, বিঁধেছে, সখি। যন্ত্রণার সুতীক্ষ্ণ শায়ক
বিঁধেছে আমার প্রাণে ; চেতনার প্রথম প্রহর
হয়তো ঢেকেছে তাই মেঘে-মেঘে ; অথচ নায়ক
আমিতো মানি নি আজো পরাজয়। আবেগের ঘর
যদিওবা অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন, তথাপি হৃদয়
এখনো নেয়নি মেনে জীবনের এই পরাজয়।

আমার দু'চোখে দ্যাখো একবার দুই চোখ রেখে
কী-প্রমত্ত বেদনার ক্ষুব্ধতম ঝড় থেমে আছে !
দেহমনে কী-দুরন্ত দহনের জ্বালা ! তবু কাছে
পিপাসার কোনো জল নেই ; দ্যাখো, কি দিয়েছো এঁকে
আমার হৃদয়ে তুমি, (বাসনার তীব্র অভিজ্ঞান ?)

তাকেই যৌবনে জ্বেলে হোক তবে সুদূর প্রয়াণ।

কাছেই তো আছো তুমি, তবু যেন আছো কতো দূরে !

আহত মনের তট ছুঁয়ে-ছুঁয়ে যৌবনের সুরে
জাগিয়ে বিচিত্র সাধ হৃদয়ের অতুল্য প্রণয়ে
আমাকে ফেলেছো তুমি মোহময় রূপের বৈভবে।

তোমার চোখের কোলে হতাশার গভীর কালিমা
অন্ধকার হয়ে আছে জাগর রাত্রির স্মৃতি হয়ে ;
অনাহত বাসনার অপরূপ নির্জন বলয়ে
বন্দী আমি, খুঁজে মরি যৌবনের যন্ত্রণার সীমা।

সীমা নেই। যৌবনের যন্ত্রণা যে অগাধ অসীম—
তাইতো রাত্রির পৌষে ঝরে শুধু আকাঙ্ক্ষার হিম।

বিচিত্রিত অনুভব

ছায়া থেকে রোদ সরে, রোদ থেকে ছায়া—
কী-গভীর মায়া
চেতনাকে ছুঁয়ে-ছুঁয়ে যায়,
তীব্র বেদনায় !

শোনে কার গান
এই প্রাণ
আকাশের ধু-ধু নীলিমায় ?
কোন্ স্মৃতি কেঁদে ডেকে যায় ?
কোন্ স্বপ্ন আর্ত অলকার
ছবি আঁকে ? মত্ত কামনার
কী-বিপুল টানে
এই মন ভেসে যায় যৌবনী উজানে !

দিন-রাত্রি-জন্ম-মৃত্যু অনন্ত প্রবাহ
কী-অসীম দাহ
রেখেছে জীবনে জেলে !
আমার বিকেলে,
প্রভাতের নীলাকাশে কোন্ সূর্য চলে ?
কোন্ নদী বহে যায় চেতনায়, রক্তস্রোতে, তীব্র কলকলে ?

দিনবদলের গান

গান গাও, গান গাও, দিনবদলের গান গাও।

দেখছো যখন
এদেশে মজুর মৃত্যুপণে পিঠছে লোহা,
দেখছো যখন
এদেশে কৃষাণ রৌদ্রে জেগে কাটছে ধান,
তখন সবাই মিলে এবার করো দিনবদলেরই গান।

শুনছো যখন
সোনার দেশেও অনাহারে
প্রতি বছর লক্ষ শিশু ধুকিয়ে মরে,
শুনছো যখন
এদেশ জুড়ে মায়ের বুকে পাথর চাপা,
অহল্যা-মন কাঁদছে ধু-ধু হাহাকারে,
ভাঙছে হৃদয় ভাঙছে প্রাণ—
তখন সবাই মিলে এবার গাও দিনবদলেরই গান।

গান গাও, গান গাও, দিনবদলের গান গাও।

সখারামপুরে সন্ধ্যা

ঝিঁঝিঁপোকা কাঁচপোকা জানালার গায়
এসে বসে, ফের উড়ে যায়
যখন আঁধারে; আমি দেখি পূবালী আকাশে
সন্ধ্যার প্রথম তারা মিটিমিটি চোখ মেলে হাসে।

ওদিকে প্রদীপ জ্বলে ঘরে-ঘরে,—মাটির কুটিরে
শিশুদের কতো কলরব!
একটি সুদূর স্মৃতি পাই আমি ফিরে;
(কবেকার অমেয় বৈভব !)

যদি যাও কোনো দিনও সখারামপুরে
তবে পাবে, সব কিছু পাবে;
এবং করুণ সেই ধূসর গোধূলিসুরে
কোনো নিরুদ্দেশ মুখ বারেবারে মনে পড়ে যাবে। ····   ····

আষাঢ়ের দিনলিপি

দিন নেই, রাত নেই, সেই এক পুরাতন স্বরে
ঝর ঝর শুধু জল পড়ে
বাংলার গ্রামে ও শহরে,
গুরুগুরু মেঘ-ডাকা থমথমে উদাস প্রহরে।

প্রকৃতির চোখ-ভরা জল :
ভিজে গিয়ে পাখিদের দল
কেমন করুণ কাঁদে বুকে নিয়ে বেদনা অতল !
ডোবায় ব্যাঙের পাল গান গায়, করে কোলাহল

পথ ঘাট ডুবে গেছে, মুছে গেছে গাঁয়ের সীমানা
আষাঢ়ের অঝোর ধারায় ;
টুপ্‌টাপ্‌ ঝুপ্‌ঝাপ জল ঝরে, ঝরে একটানা—
জল পড়ে নীরব পাড়ায়। . ....

এক অঙ্গে এতো রূপ

এক অঙ্গে এতো রূপ নিয়ে তুমি কেন এলে সখি !

তোমার রূপের দাহ আমার তৃষিত দুই চোখে
জ্বেলেছে মধ্যাহ্ন জ্বালা খর বৈশাখের ; যন্ত্রণার
দাবানল অহর্নিশ অনুভবে জ্বলছে। অন্ধকার
আকাঙ্ক্ষায় সব আলো নিভে গেছে প্রাণের ভূলোকে।

এখন কোথায় যাবো, আমি যাবো কোথায় ? দুঃখের
এ কী-গাঢ় অমাবস্যা ঢেকে দিলো দু'চোখের আলো !
আমি আর কোনো কিছু দেখি না যে ; অকূল আঁধারে
সব কিছু ঢেকে গেলো ; ভয়ঙ্কর এই অন্ধকার
কে ছড়ালো চেতনার রাজপথে ; কেড়ে নিলো আলো
কে আজ ভালোবাসার ? হায়রে, আর কি আবেগের
সেই আলো খুঁজে পাবো, মনের তামসী হাহাকার
যার স্পর্শে শান্ত হবে মত্ততার ধু-ধু মরুপারে !

এক অঙ্গে এতো রূপ কী ক'রে সইবো বলো সখি !

শিমুলতলায়

মুগ্ধতার ছবি ভাখো এই শান্ত শিমুলতলায়।
কী-বিচিত্র প্রসন্নতা, কী-গভীর স্থির নির্জনতা
এখানে বেঁধেছে ঘর সেই কোন্ যুগান্তের থেকে!
দূরের পাহাড়, মেঘ, প্রান্তরের অমেয় বিস্তার
হাতছানি দিয়ে ডাকে; অরণ্যের প্রদীপ্ত আয়নায়
আদিম ইশারা দোলে। হৃদয়ের গ্রুবতম কথা
বিদ্যুল্লেখার মতো জ্বলে ওঠে। দূরে-দূরে বেঁকে
উঁচুনীচু পথগুলো মিশে যায় আঁধারে অপার।

চঞ্চল ঝর্ণার জলে সাঁওতাল যুবতীর দল
স্নান করে, কেলি করে; অনাবৃত লোভন শরীর
শরীরে আকাঙ্ক্ষা জ্বালে যৌবনের। ষ্টেশনের পাশে
সাইডিংয়ে জংধরা রেলের ইঞ্জিন; কী-নিতল
বিষণ্ণতা ছেয়ে থাকে চতুর্দিক!

জোনাকির ভিড়
জ্বলে নেভে, অন্ধকারে সব কিছু আবছা হয়ে আসে।

অন্তর্জলি

দ্যাখো হে বিষণ্ণ ছবি, হে হৃদয়, দুই চক্ষু মেলে।
যন্ত্রণার অন্তরীপে আমি আজ বন্দী হয়ে আছি ;
আরো কতোকাল বলো অনুভবে দীপ্ত শিখা জ্বেলে
আমাকেও বাঁচতে হবে উদগ্র মৃত্যুর কাছাকাছি ?

আমি তো চাইনি আর পদ্মপত্রে যেন স্থির জল
অস্থির মুহূর্ত খোঁজে, অবশেষে ঝরে পড়ে যায়
সহসা মৃত্যুর লগ্নে ; আজ শুধু শেষের সম্বল
কবিতা এবং গান, যা লিখেছি স্মৃতির পাতায়।

আমাকে ফিরিয়ে দাও, হে বিষাদ, সেই অনুভব
যার স্পর্শে সব কিছু সোনা হয় ; সেই অভিজ্ঞান,
যার তাপে দগ্ধ হয় শারীরিক সম্পন্ন বৈভব ;
আমাকে শিখিয়ে দাও সেই ধ্রুব আলোর বিজ্ঞান।

না হলে কী ক'রে বাঁচি শোকদগ্ধ এই পৃথিবীর
চেনা মাটি আঁকড়ে ধরে ! জীবনের শান্ত পদাবলী
শুনতে-শুনতে পার হবো না হ'লে কী-করে মরণের
দরজার চারকাঠ ; আমি যে এখনো সুনিবিড়
সেই স্বপ্নে বেঁচে আছি, পাড়ি দিয়ে স্মৃতিহননের
যমুনা-মেঘনা-গঙ্গা খুঁজে পাই স্থির অন্তর্জলি।

তিথিডোর

ধৈর্য ধরো, ধৈর্য ধরো, সোনালিয়া, ধৈর্য ধরো শুধু ;
এইতো মন্থর দিন শুরু হ'লো। সুদীর্ঘ দুপুর
এখনো রয়েছে পড়ে,—তারপর আরো আছে রাত
ঘন অন্ধকার রাত, তারার-প্রদীপ-জ্বলা রাত ;
সোনালিয়া, এইবার শুনে নাও প্রত্যাশার সুর
আকাশের গাঢ় নীলে কান পেতে।

পিপাসার ধু-ধু
সমুদ্রকে পাড়ি দিয়ে যারা এসে যৌবনের তীরে
ঘর বাঁধে, ঘর ভাঙে প্রতিক্ষণ, তুমি কি তাদের
নিঃসঙ্গ প্রাণের কান্না কখনো শোনেনি সোনালিয়া
নির্জন রাত্রির মগ্ন প্রহরে প্রহরে ? সোনালিয়া,
তুমি কি জানাতে পারো কে জাগালো এই আবেগের
সুতীব্র আর্তির দাহ দেহমনে ?

চেতনাকে ঘিরে
এ-কী ম্লান হাহাকার আমাকেও করেছে মুখর !
সোনালিয়া, একমাত্র তুমি পারো এই যন্ত্রণার
অন্ধকারে প্রত্যয়ের প্রদীপ্ত শিখাকে জ্বেলে দিতে ;
আমি জানি, সোনালিয়া, শুধু মাত্র তুমি পারো দিতে
জাগিয়ে অমৃত-তৃষ্ণা প্রাণে — আর এই ব্যর্থতার
গ্লানি মুছে, তিথিডোরে বেঁধে দিতে প্রণয়ের ঘর।

সন্ধ্যায় গঙ্গার ছবি

আমার পায়ের কাছে গঙ্গার অশান্ত ঢেউগুলো
ভেঙে পড়ে, আছড়ে পড়ে, থেকে-থেকে-থেকে অবিরত।
অই দূরে ···বহু দূরে···গান্ধীঘাটে আলোর মিছিল
যেন তীব্র শোক হয়ে জ্বলে ; ওড়ে, আবেগের ধুলো
প্রাণের প্রান্তরময় ; স্মৃতি ঝরে প্রপাতের মতো।

ঘুরে-ঘুরে উড়ে-উড়ে দূরে যায় ক'টি শঙ্খচিল
বিষাদের গান গেয়ে। তারপর মাঝিমাল্লাদের
ঘরে-ফেরা ছবিখানি ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে এলে
সহস্র প্রদীপ জ্বলে রাত্রির উত্তাল ঢেউয়ের
চূড়ায়-চূড়ায়, স্নিগ্ধ অন্ধকারে রূপশিখা মেলে।

হায় চোখ

হায় চোখ, ভীরু চোখ, অতল গভীর কালো চোখ
একদিন দেখে-দেখে প্রাণ ভরে যৌবনের রূপ
শুনিয়েছো যুবরাজ হৃদয়কে কতো শত শ্লোক
কতো আশা-নিরাশার ! তারপর সুদীর্ঘ নিশ্চুপ
মন্থর মুহূর্ত কতো গেছে কেটে ! তবুও তেমন
স্বপ্নসাধ কেন জাগে বারবার দুরন্ত দুপুরে
হৃদয়ের আঙিনায়, সাথে নিয়ে বাসনা এমন
অসীম আর্তির প্রেমে, থরোথরো যন্ত্রণার সুরে ?

প্রত্যাবর্তন

গ্রামের ভেতরে যাবো প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায়।
বিশুদ্ধ আলোক পাবো বলে নয়, সম্পূর্ণ গ্রামের
সুন্দর নন্দিত ছবি দেখবো বলে সকাল সন্ধ্যায়
গ্রামের ভেতরে যাবো প্রতিদিন ; শান্ত আবেগের
ফোয়ারার স্নিগ্ধ জলে স্নান ক'রে হৃদয় জুড়াবো।

সূর্য ডুববার আগে পশ্চিমের রক্তিম আকাশে
বিচিত্র বর্ণের ছবি দেখে দেখে দু'চোখ ফেরেনা,
ফেরেনা....ফেরেনা আর ; কী-করুণ ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাসে
অপরূপা রাত্রি নামে ! বুকে ফোটে যন্ত্রণার হেনা।
আমি জানি, গ্রামে গেলে সব মুগ্ধ স্বপ্ন খুঁজে পাবো।

গ্রামের সুদূর প্রান্তে নিজ মনে বয়ে-যাওয়া নদী,
নদীতীরে ঝাউবন, বন-ঝোপ সবুজ প্রান্তর,
কোনোদিনও চোখ মেলে মন মেলে দেখতে পাই যদি—
তাহ'লে নিশ্চিত জানি হৃদয়ের শরীরের জ্বর
আরোগ্যের স্পর্শ পাবে। (যাবো, সেই দূর গ্রামে যাবো।)

জীবনের সবচেয়ে গাঢ় শান্তি ধূসর সন্ধ্যায়
বাঙলার গ্রামে-গ্রামে নেমে আসে, যখন ধুলায়
আকাশ বাতাস ঢেকে গোরুগুলো ঘরে ফিরে যায় ;
শঙ্খ বাজে ঘরে-ঘরে, সন্ধ্যাদীপ তুলসীতলায়
বধূরা জ্বালিয়ে দেয়। (আমি যাবো, গ্রামে ফিরে যাবো।)

বাংলাদেশে মেঘধ্বনি

বাংলাদেশে মেঘধ্বনি শুনতে-শুনতে দিন কেটে গেলো।
বিরহার্ত আষাঢ়ের ক্লান্ত সন্ধ্যা মেঘে-মেঘে ম্লান হয়ে এলো
হৃদয়ের চারিধারে ;
কে-বা এই বাংলা ছেড়ে দূরে গিয়ে দীর্ঘকাল বেঁচে থাকতে পারে !

আমি কিন্তু পারবো না, স্পষ্ট বলছি, হে আমার দেশ
তোমার মাটিকে ছুঁয়ে ; তোমার দুরন্ত হাতছানি
নিয়ত আমাকে ডাকে। আমি সেই ডাকে দিশাহারা
হয়ে পড়ি, পথে-পথে ঘুরে মরি আত্মভোলা বাউলের মতো।
বাংলাদেশে মেঘধ্বনি শুনতে-শুনতে অতীতের ঘটনার রেশ
দেহমনে গুমরে মরে ; বিরহের উৎস বলে মানি
আমি এই ধ্বনিকেই। যৌবনের মন্দাকিনী ধারা
এই আর্ত ধ্বনি শুনে স্বপ্ন জাগে, জাগে অবিরত।

যেখানেই চলে যাও, পৃথিবীর যে-কোনো প্রান্তরে
এই শব্দ শুনতে পাবে হৃদয়ের কান পেতে তুমি ;
এই মেঘধ্বনি শুনে প্রবাসের ধু-ধু মরুভূমি
অনায়াসে পার হয়ে আসতে পারো বাংলাদেশে—স্মৃতিদীর্ণ ঘরে।

সময় পেলেই তোমার কাছে যাবো

সময় পেলেই তোমার কাছে যাবো।
এখন আমি ভীষণ ব্যস্ত আছি ;
চতুর্দিকে সর্বনাশের কালো,
হৃদয় যেন শোকের পাষাণপুরী।

যে-পথ ধরে অনেক করুণ স্মৃতি
মরুর বুকে ছায়ার মতো ছিলো,
সে-পথ গেছে অনির্দেশের বাঁকে—
এখন আমি ধ্বংসের কাছাকাছি।

বেদনা নয়, ভীষণ কালো তৃষ্ণা
অঙ্গ জুড়ে তুলেছে তুমুল ঝড় ;
দু'চোখ খোঁজে স্মৃতি-জাগানিয়া ছবি ;
এখন আমি মৃত্যুর দিন গুনি।

মমতা নেই, কোথাও মমতা নেই,
পৃথিবীময় বিপুল নিষ্ঠুরতা ;
এখন আমি নির্বাসিতের মতো।

সময় পেলেই তোমার কাছে যাবো।

দুই বান্ধবীর জন্য

এলেনা কেন তোমরা দু'জনায় ?
অনেক হাওয়া ব্যর্থ হ'লো, মস্ত হাহাকার
কাঁদালো মন, কাঁপালো দেহ ; আর্ত ব্যথাতার
নামলো আমার পথ-হারানো প্রাণের আঙিনায়।

এলেনা কেন
সন্ধ্যাবেলার বকুল ঝিরিঝিরি
দখিন হাওয়ায়
পৃথিবী ভুলে ? অনুভবের সিঁড়ি
ডিঙিয়ে নরম পায়ে মুগ্ধ মনের দাওয়ায়
এলেনা কেন ?

এলেনা কেন, এলেনা কেন ?
স্মৃতির বেলী চামেলীগুলি কাঁদছে অবিরত
মা-হারানো অবোধ শিশুর মতো।

এলেনা কেন, এলেনা কেন ?

দুঃখ-সুখের নদীটি বহে সারাটি জীবন ধরে।
কেউ বা হাসে, কেউবা কাঁদে,
কেউ বা কুটিয় গড়ে,
দুঃখ সুখের নদীটি বহে সারাটি জীবন ধরে।
কেউ বা আসে মেঘের মতো
মনের আকাশ ছেয়ে—
অমনি উঠি ব্যাকুল হয়ে
তাহার দিকেই চেয়ে ;
জানিনা কে সে, কেন যে এসে
হৃদয় ব্যথিত করে,
দুঃখ-সুখের নদীটি বহে সারাটি জীবন ধরে।

মুসৌরি থেকে দুনের ছবি

এতোক্ষণ যে মেঘের পাহাড়
দাঁড়িয়ে ছিলো ছবিটি ঢেকে পরম স্বচ্ছতায়,
এবার সেটাও মিলিয়ে গেলো ঢেউয়ের সুরে
মাতাল হাওয়ার স্রোতের টানে,—অনেক দূরে ;
সঙ্গে সঙ্গে মুগ্ধ চোখে ভাসলো উপত্যকা,
দুনের উপত্যকা।

হৃদয় আমার মুক্ত হ'লো
অলৌকিকের স্পর্শ পেয়ে ;
তীব্র দু'চোখ স্নিগ্ধ হ'লো
বিমূর্ত সেই স্বপ্নে নেয়ে।

রবিবার

ছয়টি দিনের শেষে রবিবার আসে কী-নিবিড়
স্বপ্নের সুষমা নিয়ে কর্মশ্রান্ত হৃদয়ের দেশে !
আলস্যের মত্ত স্রোতে সব কিছু যায়, ভেসে যায় ;
দূরান্ত রূপলোকে জীবনের যুবরাজ ধায়
স্বপ্নের ঘোড়ায় চড়ে যুবরাণী খুঁজে পেতে : মেশে,
দুইটি চেতনা এক স্থির কেন্দ্রে— প্রণত, সুস্থির।

সপ্তাহের অন্য সব দিনগুলো ছুটে-ছুটে আর
পারে না পারে না। বুঝি বিধাতার অলৌকিক হাত
আশ্চর্য কৌশলে তাই গড়েছে এমন রবিবার।

খুশীতে নিমগ্ন থাকি আমি প্রতি রবিবার ; আর
হৃদয় কাটে না সেই সুনির্মম ক্লান্তির করাত ;
বরং সত্তায় ফোটে কবিতার স্নিগ্ধ পারিজাত।

সমস্ত বাধার শেষে খুঁজে পাই মুক্তির আস্বাদ—
সুরভিত রবিবারে ফিরে পাই জীবনের স্বাদ।

মুক্তি

পৃথিবীতে কেউ-কেউ স্বপ্ন খোঁজে ; হয়তো মুক্তির
স্বপ্নকেই পেতে চায় স্বপ্নের গভীরে (বার্থতায়
চৈতন্যকে ঢেকে নিয়ে)। যদিও বা তাদের মুক্তির
অন্ধকারে আলো নেই, আছে শুধু মৃত অশাসন—
তবুও তাদের সাথে আমার এ-এলোমেলো মন
সাড়া দেয়, যেন ঠিক তেমনি স্বপ্ন খুঁজে পেতে চায়।

কিন্তু কেন ? কেন এই ছলনার আত্ম-প্রতারণ
সমগ্র সত্তার মূলে ছায়া হয়, আলো হয়, আর
বিক্ষুব্ধ দেহ ও মনে তীব্রতম জ্বলে হাহাকার ?
(হা ভাগ্য, হায়রে স্মৃতি !) সেই করে ভুলের চারণ
গান শুরু হয়েছিলো, আজো তার রেশ মুগ্ধতায়
আমাকে ভোলাতে চায় ; (বলো, আমি কি করি উপায় !)

আমি ফিরে যাই। গ্যাখো, গ্যাখো, হে আমার শান্ত নদী
পাহাড় প্রান্তর বন ফেলে-আসা দেশ আর বাড়ী,
তোমরা সকলে গ্যাখো স্থির চোখে, আমি ফিরে যাই
স্বপ্নের আশ্রয়ে ফের ; তাকে বলো : যদি মরে যাই,
জীবনের বিপরীত কোনো ঝড়ে ঝরে যাই যদি,
মৃত্যুর মুক্তিতে তবে খুঁজে নেবো নক্ষত্র ও নারী।

কলকাতা

হাওয়াই জাহাজে চলে সুদূরের ডাক—
কলকাতা বিস্ময়ে অবাক।
চৌরঙ্গীতে আলো আর কালীঘাটে মালা
কোলাহলে কান ঝালাপালা;
দশটায় পাঁচটার কী-প্রচণ্ড ভিড়!
কলকাতা তবুও নিবিড়।

প্রতিটি প্রভাত আর সন্ধ্যার আকাশে
বেদনারা মেঘ হয়ে ভাসে।
তারপর রাত্রি এলে, স্থবির গলিতে
আদিম ফসল ফলে দেহের পলিতে;
তবু এই কলকাতা আমার হৃদয়ে
বেঁচে থাক চিরজীবি হয়ে।

ইয়োকো সাগাই-এর জন্য

জাপান দেশের মেয়ে, জাপান দেশের মেয়ে তুমি
আমাকে বেসেছো ভালো ; কী-রকম স্থির স্বচ্ছতায়
তোমার দু'চোখ জ্বলছে, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি দূর বাংলা
থেকে !
কী বিপুল বেদনায় হৃদয়ের শান্ত তটভূমি
ছুঁয়েছো যে ! দু'চোখের অন্তহীন নীল মত্ততায়
আমাকে করেছো পান, সত্তার গহনলোকে কতোবার গেছো তুমি
ডেকে !

কখনও যাইনি আমি তোমাদের সুন্দর জাপানে—
প্রশান্ত মহাসাগর বারোমাস স্নিগ্ধ কলগানে
যার তটে ভেঙে পড়ে, মগ্ন প্রেমে ঘুম কাড়ে যার,
সেই দূর দ্বীপপুঞ্জে কবিমন কখনও যায় নি ;
অথচ আমার চোখে উদ্বেলিত লক্ষ জিজ্ঞাসার
ঢেউ, যেন এতো তীব্র অভিজ্ঞান স্মৃতি আর কখনও পায় নি।

কল্পনায় স্পষ্ট দেখি সেই দূর সামুদ্রিক স্থির নীলিমায়
আমার অশান্ত মন বারবার উড়ে যায়, তোমার উদ্দেশে উড়ে যায়।

চেয়ে দ্যাখো

চেয়ে দ্যাখো
শাদা-শাদা কতো মেঘ
উত্তর ঘুরে দক্ষিণে এসে
আকাশের বিশাল সমুদ্রে
তুলে দিলো পাল।

চোখ মেলো
চেয়ে দ্যাখো
আকাশে বাতাসে আলো ছড়ানো রয়েছে
সোনার শরৎ।

চেয়ে দ্যাখো
প্রাণে-প্রাণে
শিউলী কেমন গন্ধ ছড়ালো
শরতের মায়াবী সন্ধ্যায়।

চেয়ে দ্যাখো
ভেজা ভোরে
কোমল ঘাসের বুকে
শিশিরেরা কেমন চিক চিক, আহা!

দ্যাখো দ্যাখো
চোখ মেলো
চেয়ে দ্যাখো
মানুষের দেহমনে
কি এক অমর্ত্য আনন্দের
সুরভি-উচ্ছ্বাস!